দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 30 JUL 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3



# শিক্ষাঙ্গন

## পর্দা ও সহ শিক্ষার কথা

শিক্ষাই শক্তি। শিক্ষা মানুষকে সচেতন ও সাবলম্বী করে তোলে। ন্যায় অন্যায়, ভালো-মন্দের পার্থক্য নির্ণয়ে সাহায্য করে। পশু আর মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য তা কেবল শিক্ষার জন্যেই। প্রতিটি নর-নারীর জন্য শিক্ষা ফরজ। কোরআনের প্রথম শব্দটি 'একরা'। এর মাঝেও শিক্ষার প্রতি আহবান ধ্বনিত হয়েছে। মহানবী (সঃ) বলেছেন— 'শিক্ষার জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশে যাও।' এ কথার মাঝেও শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ফুটে উঠেছে।

শিক্ষাকর্ম যখন অনেকের উপস্থিতি ও অংশ গ্রহণে হয়ে থাকে তখন তা আনন্দপ্রদ হয়। এখানে ছেলে-মেয়ের উপস্থিতি বিদ্যা শিক্ষার অনেক খুটি-নাটি বিষয় বের হয়ে আসে। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো সহশিক্ষা জড়তা মুক্ত হতে পারেনি।

অবশ্য এ জন্য ব্যক্তি বিশেষকে দায়ী করা যায় না। সমাজের আজন্ম লালিত কুসংস্কারের অন্ধ আ[illegible] ফলশ্রুতি এটা। ছেলে-মেয়ে পাশাপাশি লেখা, পড়া শিখবে— কথাটা অনেকেই এক বাক্যে মেনে নিতে পারেন না। সন্দেহ আর হতাশা তাদের অনুভূতিতে প্রকাশ পায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে— শিক্ষাই এই সন্দেহ আর হতাশার মূল-উৎপাটন করতে পারে।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম রাষ্ট্র। এদেশের প্রায় ৯০% জন মানুষ ধর্ম প্রাণ। তারা সবাই ইসলামের মূল-মন্ত্রে দীক্ষিত। ইসলামে পর্দা প্রাথা স্বীকৃত। অতএব এ পর্দার বিকৃত অর্থ করে মেয়েদের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রাখা ঠিক নয়। তারা যেটুকু শিক্ষাগ্রহণ করে তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। এ অনুভূতির স্খলন না হলে নারী শিক্ষার মোটেই অগ্রগতি হবে না। এ দেশের মানুষ ভাবেন সহ শিক্ষার ফলে ছেলে-মেয়ে উৎচ্ছন্নো যেতে পারে। তাই মেয়েদেরকে পর্দার অন্তরালে রাখার প্রচেষ্টা করে। অথচ বোরকা জড়িয়ে থাকাটাই পর্দানশীলতা নয়। মনের পুত-পবিত্রতাই বড় কথা।

বাংলাদেশ গরীব দেশ। এখানে ৪৯% জন মানুষ দরিদ্রসীমার নীচে বস বাস করে। এখানে স্বতন্ত্র শিক্ষা সত্যিই কষ্টকর বিষয়। কেননা স্বতন্ত্র শিক্ষার জন্য চাই জমি, অর্থ, ব্যবস্থাপক, শিক্ষক, আসবাব পত্র সর্বোপরি উৎসাহী অভিভাবক মণ্ডলী। সহশিক্ষার মানসিকতা অর্জন করলে আমাদের সমাজে অনেক বেশী শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব। মনে রাখা শ্রেয়— শিক্ষা গ্রহণের মন থাকলে সহশিক্ষার আর স্বতন্ত্র শিক্ষায় কিছু যায় আসে না। চাই মানসিক দৃঢ়তা। অথচ অপ্রিয় হলেও সত্য আমাদের অভিভাবক মণ্ডলী এ কথাটা স্বীকার করতে চান না। তাদের ভয় সহশিক্ষা সন্তান কিংবা পোষ্যের নৈতিক অধঃপতন ডেকে আনবে। অথচ স্বতন্ত্র শিক্ষায় শিক্ষিতা হয়েও অনেকে অধঃপতনের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। এমন প্রমান অনেক রয়েছে।

দিকে দিকে আজ সম-অধিকারের শ্লোগান উঠছে। নারীরা আজ অবলা রূপে পরিচিতা হতে চায়না। তারা এখন উড়োজাহাজ চালাচ্ছেন, রাইফেল নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করছেন। এগুলো সম্ভব হয়েছে শিক্ষার কারণে। কিন্তু এ শিক্ষ্যর পেছনে তাদের স্বতন্ত্র শিক্ষার প্রমান খুব কমই রয়েছে। বরং সহশিক্ষার মাঝে তারা সব কিছু আয়ত্ব করছেন। মনে রাখা প্রয়োজন— বিদ্যা কেউ কাউকে দিতে পারে না যদিনা সে নিজে আগ্রহী হয়।

মনে রাখা প্রয়োজন,-একজন নারীর শুধু সমাজের একজন সদস্যাই নন। তিনি আমাদেরই মা-স্ত্রী, বোন। অতএব তাদের প্রাপ্য মর্যাদা আদায়ে তাদেরকে সমর্থন করতে হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে নারীকেও এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষা কর্মে— হোক তা সহ শিক্ষা কিংবা স্বতন্ত্র শিক্ষা। সহশিক্ষা সীমিত সামর্থে অনেক মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে সক্ষম।

পরিশেষে শিক্ষা মানুষকে মহৎ করে, বুদ্ধিমততা মানুষকে উন্নত করে। শিক্ষার সঙ্গে বুদ্ধিমত্তা মানুষকে মহান করে। অতএব সুন্দর পৃথিবী, উন্নত জাতি, সমৃদ্ধ দেশ গঠনে শিক্ষাকর্মে সকলের এগিয়ে আসা উচিত।

—মোঃ বাচ্ছেদ মিয়া (বাসু)